দৈনিক ইনকিলাব 32

তারিখ ... 15 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ...৭ কলাম ১.......

জাতীয় শিক্ষানীতি

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব প্রায় সম্পন্ন করে ফেলেছে। তাদের প্রণীত নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির খসড়া এখন চূড়ান্ত প্রায়। জানা গেছে, কেমিটি আগামী ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে তাদের প্রণীত শিক্ষানীতির খসড়া প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে হস্তান্তর করবে। পরে এই শিক্ষানীতি নিয়ে জাতীয় সংসদে আলোচনা হবে এবং যথারীতি পাস হওয়ার পর তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে যে কয়টি গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দেন তার মধ্যে অন্যতম প্রধান হচ্ছে ডঃ কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের আলোকে নতুন করে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন। এ লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সরকার সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক শামসুল হককে চেয়ারম্যান করে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করে। পরে এই কমিটি কাজের সুবিধার্থে ১৮টি উপকমিটি গঠন করে দেয়। জানা গেছে, ইতোমধ্যে প্রায় সবগুলো উপকমিটিই তাদের রিপোর্ট জমা দিয়েছে। এছাড়া কমিটি দেশের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সাথেও আলাপ-আলোচনা করে তাদের মতামত গ্রহণ করেছে। এসব মিলিয়ে মূল কমিটির রিপোর্ট এখন চূড়ান্ত প্রায়।

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি তাদের রিপোর্টে যে সকল সুপারিশ করেছে, নির্ভরযোগ্য সূত্রের বরাত দিয়ে তার কিছু কিছু ইতোমধ্যে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। সে সবের মধ্যে রয়েছে, নয়া শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য হচ্ছে ধর্ম নিরপেক্ষ, অসম্প্রদায়িক ও নারী-পুরুষের বৈষম্য বিলোপের চেতনাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা। কমিটি সুপারিশ করছে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, ৯ম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষাস্তর, ৩ বছরের ডিগ্রি (পাস) কোর্স, ৪ বছরের অনার্স কোর্স এবং এমফিল তুলে দিয়ে শুধু পিএইচডি ডিগ্রি প্রদান করার। সুপারিশ করছে স্কুল, মাদ্রাসা, কিণ্ডার গার্টেন ও ইংরেজী মাধ্যমের সকল শিক্ষায়তনেই ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত অভিন্ন পাঠ্যক্রম চালু করার। নয়া পদ্ধতিতে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাকে ৪টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে, এগুলো হল, সাধারণ শিক্ষা, কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষা ও ইংরেজী মাধ্যমের শিক্ষা। এছাড়া আরো বেশ কিছু নতুন নতুন সুপারিশ এ রিপোর্টে করা হয়েছে।

বলা বাহুল্য, বিগত ২৫ বছরে আমাদের জাতির উপযোগী কোন শিক্ষানীতি প্রণীত হয়নি। বলতে গেলে শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে আমরা বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলের ঘানিই টেনে চলছি। এর কুফলও তাই আমাদের ভোগ করতে হচ্ছে পুরো মাত্রায়। এ জন্য জাতীয় উন্নতি, সংহতি, সমৃদ্ধি ও আদর্শিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে জাতির জন্য একটি যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণীত হওয়া একান্ত প্রয়োজন। এদিক দিয়ে সরকারের নয়া শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্যোগকে অবশ্যই মোবারকবাদ জানাতে হয়। কিন্তু কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের আলোকে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের কথা বলায় সৃষ্টি হয় চরম বিভ্রান্তির। কেননা আজ থেকে ২৩ বছর আগে ১৯৭৪ সালে আজকের প্রেক্ষিতের সম্পূর্ণ ভিন্নতর এক প্রেক্ষিতে প্রণীত হয়েছিল ঐ কমিশন রিপোর্ট। তারপর জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে গেছে ব্যাপক। ঐ রিপোর্টের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল, সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চার অথচ আজ সমগ্র বিশ্বব্যাপী সমাজতন্ত্র পতিত ও পরিত্যক্ত। ঐ রিপোর্টের লক্ষ্য ছিল ধর্ম নিরপেক্ষ সমাজ নির্মাণ, অথচ আমাদের শাসনতন্ত্র থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে উৎখাত করা হয়েছে। সমাজতন্ত্র, ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ, বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ইত্যাদি এখন আমাদের বর্তমান শাসনতন্ত্রের সাথে সাংঘার্ষিক। তাই কুদরাত-ই-খুদা কমিশন রিপোর্টের আলোকে না হয়ে দেশের বর্তমান শাসনতন্ত্রের আলোকেই নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হলে তাই হত বাস্তব সম্মত, আইন সঙ্গত এবং তাই পূরণে সক্ষম হত জাতীয় আশা-আকাংক্ষা। সে যাই হোক, জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি ইতোমধ্যে তাদের রিপোর্টের চূড়ান্ত রূপ দিয়ে ফেলেছেন। ইতোমধ্যে এর যে টুকু বিভিন্ন সূত্রে প্রকাশ পেয়েছে তাতেই এ রিপোর্টে জাতির আশা-আকাংক্ষার প্রতিফলন ঘটবে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। বলা বাহুল্য জাতি এমন একটি শিক্ষানীতি চায় যার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে, সময়ের চাহিদা পূরণ উপযোগী দেশপ্রেমিক বলিষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী, সৎকর্মঠ, নিষ্ঠাবান ও দক্ষ মানুষ তৈরি করা, ধর্মীয় মূল্যবোধ, জাতীয় চেতনা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সমন্বয় ঘটানো, সংবিধানে ঘোষিত রাষ্ট্রীয় মূলনীতির সংগে শিক্ষার সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে নিজ নিজ ধর্ম ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ সৃষ্টি সমকালীন জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রযুক্তি আয়ত্ত করার মত যোগ্যতা সৃষ্টি, সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের নিজ নিজ চেষ্টা ও প্রবণতা অনুসারে বিকশিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টি ইত্যাদি। নতুন শিক্ষানীতিতে এ সবের উপস্থিতি দেখতে পেলে অবশ্যই তাকে জাতি স্বাগত জানাবে। তাই প্রধানমন্ত্রীর নিকট হস্তান্তরের পূর্বে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি যেন এই আলোকে তাদের সুপারিশমালা পর্যালোচনা করে দেখেন সেজন্য আমরা তাদের প্রতি উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।